কালের কণ্ঠ

তারিখ 12 AUG 2016

ওলামা সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী

জঙ্গিবিরোধী চেতনা আরো শাণিত করা দরকার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

দেশের জনগণের মধ্যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদবিরোধী যে চেতনা সৃষ্টি হয়েছে তা আরো শাণিত করা দরকার বলে মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি এ কাজে আলেম-ওলামাদের ভূমিকা রাখার পরামর্শ দেন। গতকাল সকালে বাংলাদেশ জমিয়তুল উলামা আয়োজিত 'সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ' বিষয়ক ওলামা সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এসব কথা বলেন।

রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে আয়োজিত ওই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'ইসলামের সঠিক শিক্ষাটা যেন সবাই পায় সে ব্যবস্থাটা আলেম-ওলামাগণকে নিতে হবে। আমি মনে করি, দেশব্যাপী যে জনমত সৃষ্টি হয়েছে, এটি আমাদের জন্য সুখবর। দেশের মানুষের মধ্যে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদবিরোধী একটি

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

জঙ্গিবিরোধী চেতনা আরো শাণিত

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

চেতনা গড়ে উঠেছে। এই চেতনাকে আরো শাণিত করা দরকার। আপনারা যাঁরা ধর্ম শিক্ষা দেন তাঁরা এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন।' তিনি বলেন, 'ইতিমধ্যে সারা দেশে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা কমিটিতে মসজিদের ইমামগণ রয়েছেন, ওলামায়ে কেরামগণ রয়েছেন। সকলে মিলেই এটার ব্যাপক প্রচার চালাবেন।'

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ধর্মমন্ত্রী অধ্যক্ষ মতিউর রহমান। স্বাগত বক্তব্য দেন শোলাকিয়া ঈদ জামাতের প্রধান ইমাম ও জমিয়তুল উলামার সভাপতি ফরীদ উদ্দীন মাসউদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

লাখো আলমের জঙ্গিবাদবিরোধী ফতোয়া ও স্বাক্ষর সংগ্রহকে মহৎ উদ্যোগ উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'এই এক লাখ আলেম কখনো মিথ্যা কথা বলেন না। তাঁরা সত্য কথা বলেন। কোরআনের কথা বলেন। সন্ত্রাসের পথ যে ইসলামের পথ নয়, এটি সাধারণ মানুষকে আপনাদের বোঝাতে হবে। আপনাদের মহান উদ্যোগের ফলে আমাদের ইসলাম ধর্মের মান-সম্মান আবারও ফিরে আসবে, বৃদ্ধি পাবে। এটা বিশ্বব্যাপী যাতে প্রচার হয়, সে ব্যাপারে আমাদের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সম্মেলনে আলেম সমাজের পক্ষ থেকে কওমি মাদ্রাসা সনদ দেওয়ার উদ্যোগ বাস্তবায়নের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'সনদ দিতে হলে একটি মিনিমাম কারিকুলাম লাগবে। না হলে কিসের ভিত্তিতে শিক্ষা হবে, কিসের ভিত্তিতে সনদটা দেবেন? তিনি বলেন, কওমি মাদ্রাসার জন্য পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে সনদ দিতে কমিশন গঠন করা হলেও পাঁচ বোর্ডে বিভক্ত মাদ্রাসার পরিচালকরা একমত হতে পারেননি। আশা করি, এখন যখন আমাদের ধর্মের ওপর এত বড় আঘাত এসেছে, এই সময় সবাই ঐক্যবদ্ধ হবেন।'

সরকার আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করায় কওমি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা সেখানে উচ্চশিক্ষা এবং দেশে-বিদেশে চাকরির সুযোগ পাবে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আমরা সনদ দিতে পারব।' ইসলামের সংস্কৃতি শিক্ষা দিতে বাংলাদেশের প্রতিটি জেলা-উপজেলায় ইসলামী সাংস্কৃতিক শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলা হবে বলে জানান শেখ হাসিনা।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'যে ধর্ম হিংসা, বিদ্বেষ, জঙ্গিবাদে বিশ্বাস করে না সেটাই ইসলাম। কিন্তু কিছু মানুষ ভুল পথে গিয়ে ইসলাম ধর্মকে হেয় করছে। আমি যখন সরকারি কাজে বিভিন্ন সময় বিদেশে যাই, কেউ যদি ইসলামী টেররিস্ট বলে, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করি। আমি বড় মুখ করে বলি, কতিপয় সন্ত্রাসীর কারণে পুরো ইসলামকে কলুষিত করতে পারেন না।'

জঙ্গিদের নৃশংসতা প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, নিরীহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। আর হত্যা করলেই নাকি তারা বেহেশতে চলে যাবে, হুর পাবে। এটা কোন ধরনের কথা! এটা তো ইসলামের শিক্ষা হতে পারে না।

কোরআন থেকে উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, কোরআন শরিফই বলে দিচ্ছে, তোমরা সন্ত্রাস ও দুর্যোগ সৃষ্টি করো না। আর তারা সন্ত্রাস ও দুর্যোগ সৃষ্টি করে কোরআনের বাণীকেই অস্বীকার করছে। কোন ধর্ম তারা পালন করছে--প্রশ্ন করেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলাদেশে সব ধর্মের মানুষের সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে তিনি বলেন, এ দেশের ৯০ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাস করলেও প্রত্যেকে ভিন্ন ধর্মের মানুষকে শ্রদ্ধা করে, বিপদে-আপদে রক্ষা করে। এটা হচ্ছে এ দেশের মানুষের সবচেয়ে বড় অর্জন।

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের নিন্দা জানিয়ে বাংলাদেশ জমিয়তুল উলামার সভাপতি ও ঐতিহাসিক শোলাকিয়া ঈদগাহের ইমাম মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসঊদ বলেন, ইসলাম উদারতা ও সহনশীলতার ধর্ম। কিছুসংখ্যক মতলববাজ ইসলামকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ইসলামে অনর্থক গাছের পাতা ছিঁড়তেও নিষেধ করা হয়েছে। যারা ভাবে, মানুষ হত্যা করে বেহেশতে চলে যাবে, তারা আসলে জাহান্নামে যাবে। যারা মানুষ হত্যা করে, আত্মহত্যা করে, তারা উভয়ই জাহান্নামে যাবে।

অনুষ্ঠানে এক লাখের বেশি আলেমের স্বাক্ষরে ৩০ খণ্ডে প্রকাশিত সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরোধী ফতোয়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে উপহার দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা, মন্ত্রিসভার সদস্য, সংসদ সদস্য, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের প্রধান স্বামী ধ্রুবেশানন্দ মহারাজ, খ্রিস্টান ধর্মীয় প্রধান আর্চবিশপ প্যাট্রিক ডি রোজারিও, বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সভাপতি শুদ্ধানন্দ মহাথেরোসহ বিভিন্ন ধর্মের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত, কূটনীতিক, আলেম-উলামা সমাজের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।